খুব অল্প খরচে
যে কোনো বাংলা, ইংরাজী ও হিন্দি পত্রিকায় খুব কম খরচে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়।
নাম চেঞ্জ, বিজ্ঞপ্তি, হারানো প্রাপ্তি, পাত্র পাত্রী , কর্মখালি
আনন্দবাজার পত্রিকা The Telegraph THE TIMES OF INDIA দৈনিক যুগশঙ্খ
বর্তমান সংবাদ প্রতিদিন সন্মার্গ প্রভাত খবর
9232633899 THE ECHO OF INDIA

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
RNI Regn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn. No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 09 ❑ Issue 36 ❑ 20 Nov., 2025 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 3

নতুন সাজে সবার মাঝে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ALANKAR
অলঙ্কার
সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা
যশোহর রোড • বনগাঁ
M : 9733901247

গোষ্ঠী দ্বন্দ্বে জেরবার বনগাঁ তৃণমূল

গোপালপন্থীদের বাড়িতে হামলার অভিযোগ

বনগাঁতে
হার্মাদ বাহিনীর আতঙ্কের পরিবেশ তৈরী করায় জানাই
ধিক্কার

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অনাস্থা নিয়ে জেলা সভাপতি বিশ্বজিত দাসের ডাকা বৈঠকে ১৫ জন কাউন্সিলর হাজির ছিলেন। এরমধ্যে ৯ জন অনাস্থার আবেদনে সই করেন। বাকি ৬ জন মহিলা কাউন্সিলর অনাস্থার প্রতিবাদ করেন। সই না করে বৈঠক ছেড়ে বেরিয়ে আসেন। এরা সকলেই বনগাঁ পুরসভার চেয়ারম্যান গোপাল শেঠের ঘনিষ্ঠ। অনাস্থা বৈঠকের কয়েক ঘণ্টা পরেই গোপাল ঘনিষ্ঠ তৃণমূলের ৬ মহিলা কাউন্সিলরের বাড়িতে হামলার ঘটনায় বুধবার রাতে চাঞ্চল্য ছড়াল বনগাঁয়। রাতের অন্ধকারে রীতিমত তাণ্ডব চালিয়েছে দুষ্কৃতীরা। গোপাল শেঠের বিরুদ্ধ গোষ্ঠীর সঙ্গে বহিরাগত দুষ্কৃতীরা জোটবদ্ধ হয়ে ৬ মহিলা কাউন্সিলরের বাড়ি, গাড়ি ভাংচুর করেছে বলেই অভিযোগ। কয়েকজন কাউন্সিলরের বাড়ি লক্ষ্য করে গুলিও চলেছে বলেই অভিযোগ। বোমা চালিয়েছে দুষ্কৃতীরা। স্বাভাবিক ভাবেই এই ঘটনায় যথেষ্ট আতঙ্কে রয়েছেন মহিলা কাউন্সিলর থেকে বনগাঁর সাধারণ মানুষ।

বুধবার রাতের এই হামলা বনগাঁ শহরে অতীতের দুষ্কৃতী তাণ্ডবের স্মৃতিকেই উস্কে দিয়েছে বলেই মত শহরের বাসিন্দাদের। একই সঙ্গে বনগাঁ পুরসভা ইস্যুতে এই ঘটনায় তৃণমূলের অন্দরের গোষ্ঠী দ্বন্দ্বও সামনে এসেছে। ফলে বনগাঁ শহরে রাজনৈতিক উত্তাপ ক্রমেই বাড়ছে। দুষ্কৃতী হামলা,তাণ্ডবের প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার বনগাঁ থানার সামনে দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে অবস্থান বিক্ষোভ দেখিয়েছেন ৬ মহিলা কাউন্সিলর সহ তৃণমূলের কর্মীরা।

বনগাঁ পুরসভার চেয়ারম্যানের পদ থেকে গোপাল শেঠকে গত ৬ ডিসেম্বর পদত্যাগ করার নির্দেশ দিয়েছিল দল।এর দু'দিন পর সাত দিনের সময়সীমা বেঁধে গোপালকে ইস্তফা দেওয়ার চিঠিও পাঠায় বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার পক্ষ থেকে। এর আগেই শারীরিক অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে ছুটি নেন চেয়ারম্যান গোপাল শেঠ। এই অস্থির পরিস্থিতির মধ্যেই বুধবার দুপুরে তড়িঘড়ি কাউন্সিলরদের নিয়ে বৈঠক করেন জেলা সভাপতি বিশ্বজিত দাস। ৬ মহিলা কাউন্সিলর অনাস্থার প্রতিবাদ করে বৈঠক ছাড়েন।

বুধবার রাত তখন সাড়ে ন'টা। আচমকাই ২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শিখা ঘোষের বাড়িতে হামলার ঘটনা ঘটে। তাঁর স্বামী রাজু ঘোষ ওই ওয়ার্ডের তৃণমূলের সভাপতি। দু'জনেই চেয়ারম্যান ঘনিষ্ঠ। ওই সময় ঘরে শুয়েই ছিলেন শিখা। হঠাৎই একদল দুষ্কৃতী কাউন্সিলরের বাড়িতে চড়াও হয়। রাজুর নাম করে গালিগালাজ শুরু করে বলেই অভিযোগ। এদের কারো মুখ ঢাকা ছিল। দুষ্কৃতীরা কাউন্সিলর শিখা ঘোষের বাড়ি লক্ষ্য করে ইট ছুড়তে থাকে। ইটের আঘাতে বাড়ির জানালার কাচ ভেঙে যায়। ভাংচুর করা হয় কাউন্সিলরের বাড়ির সি সি ক্যামেরাও।

এরপর একে একে গভীর রাত পর্যন্ত ৯, ১, ১৯, ১১ এবং ৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলরদের বাড়িতে চড়াও হয়ে তাণ্ডব চালায় দুষ্কৃতীরা। কয়েক জন কাউন্সিলর গুলি চালানোর অভিযোগও করেছেন। গোপাল শেঠের

তৃতীয় পাতায়...

আগামী মঙ্গলবার বনগাঁয় মুখ্যমন্ত্রী!

এস.আই.আর. সমস্যা! নাকি বনগাঁর রাজনীতি?

রাহুল দেবনাথ ঃ এস.আই.আর ইস্যুতে মতুয়াদের নিয়ে ঠাকুরনগরে এসে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কর্মসূচির সম্ভবনা তৈরি হয়েছে। তাই, মুখ্যমন্ত্রীর কর্মসূচি নিয়ে বৃহস্পতিবার বৈঠক করতে ঠাকুর বাড়িতে আসেন হাবরার বিধায়ক জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। তিনি এই সংক্রান্ত বিষয়ে বৈঠক করেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ মমতাবালা ঠাকুরের সঙ্গে। আপাতভাবে জানা গিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী আগামী মঙ্গলবার বনগাঁয় আসতে চলেছেন।

অধিকাংশ মতুয়ারাই ছিন্নমূল হয়ে বাংলাদেশ থেকে ভারতে চলে এসেছিলেন। এদেশের ভোটে অংশ নিয়েছেন তাঁরা। এদেশের পরিচয় পত্র হিসেবে ভোটার, আধার কার্ড রয়েছে। কিন্তু অনেকেরই ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নাম নেই। অনেকের কাছে নেই নথিও। এই পরিস্থিতিতে সার চালু হওয়ার পর থেকে এদেশের নাগরিকত্ব নিয়ে বিভ্রান্ত তৈরি হয়েছে মতুয়া ভক্তদের মধ্যে। কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরের দেওয়া মতুয়া কার্ড এবং হিন্দু শংসাপত্র নিয়ে আরও বিভ্রান্ত ছড়িয়েছে মতুয়াদের মধ্যে। এস.আই.আর এর প্রতিবাদ এবং নিঃশর্ত নাগরিকত্বের দাবিতে তৃণমূল প্রভাবিত অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের গোসাই, দলপতিরা আমরণ অনশন করেছেন।

দ্বিতীয় পাতায়...

ব্যাগে মাথার খুলি, হাড়গোড়! আতঙ্ক

সংবাদদাতা ঃ সন্দেহজনক ব্যাগ খুলতেই বেরিয়ে এলো মৃত মানুষের মাথার খুলি ও হাড়গোড়। যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে আতঙ্ক ছড়ালো বনগাঁর থানার ঢাকা পাড়া এলাকায়। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, ২৫ থেকে ৩০ দিন ধরে জলমগ্ন এলাকায় পড়েছিল একটি সন্দেহজনক ব্যাগ। জল শুকাতে মঙ্গলবার কৌতূহলবশত এলাকার এক ব্যক্তি ব্যাগ খুলতেই চক্ষু চড়ক গাছ। বেরিয়ে এলো আস্ত মৃত মানুষের একটি মাথার খুলি, সাথে বিভিন্ন অঙ্গের হাড়গোড়। ঢাকা পাড়া ২১ নম্বর ওয়ার্ড বনবিবিতলা এলাকার স্থানীয় চাষি প্রদ্যুৎ মন্ডল এদিন সকালে কৌতূহলবশত মাসখানেক পড়ে থাকা সন্দেহজনক ওই ব্যাগটি খুলে দেখেন। ব্যাগের চেন খুলতেই বেরিয়ে আসে মৃত মানুষের মাথার খুলি ও হাড়গোড়। হাড়ে আবার লাল কালি দিয়ে কিছু লেখাও আছে বলে জানান তিনি।

মতুয়া বাড়িতে রাজনীতি ঢুকিয়েছে মমতা

২০২৪ সালের ভোটার তালিকাকে মান্যতা দেওয়ার দাবি সুজনের

সংবাদদাতা ঃ মতুয়া বাড়িকে রাজনৈতিক ভাবে ফালাফাল করে দেওয়া হয়েছে। মতুয়া বাড়িতে রাজনীতি ঢুকিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাম আমলে মতুয়া বাড়ি ফালাফাল হয়নি। দাবি করলেন সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী। শনিবার গাইঘাটার প্রয়াত সিপিএম নেতা অরুণকান্তি মহাপাত্রের স্মরণ সভায় আসেন সুজন। গাইঘাটা থানার মোড়ে স্মরণ সভার আয়োজন করা হয়েছিল। কর্মী সমর্থকেরা ভিড় করেছিলেন। সুজন ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অশোকনগরের প্রাক্তন সিপিএম বিধায়ক সত্যসেবী কর। সিপিএম নেতা সুজন বলেন," ২০০২ সাল নয়। ২০২৪ সালের ভোটার তালিকাকে মান্যতা দিতে হবে। তা না হলে ২৪ সালে যাঁরা জিতে সাংসদ মন্ত্রী হয়েছেন তাঁরা পদত্যাগ করুক।" সুজন এদিন মতুয়াদের আরাধ্য দেবতা হরিচাঁদ ও গুরুচাঁদ ঠাকুরকে সমাজ সংস্কারক এবং শিক্ষা সংস্কার হিসেবে উল্লেখ করে বলেন," গুরুচাঁদ ঠাকুর অসংখ্য স্কুল তৈরি করেছিলেন। কিন্তু ইতিহাসে তার চর্চা কম হয়। " বাংলাভাগের জন্য তিনি শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে দায়ী করে উদ্বাস্তুদের যন্ত্রণার কথা তুলে ধরেন। সুজন এদিন বলেন," মতুয়া বাড়ি ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। কেউ আঘাত করতে পারবে না।"

Behag Overseas
Complete Logistic Solution
(MOVERS WHO CARE)
MSME Code UAM No.WB10E0038805
ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR
CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA
Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre,
5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001
Phone No. : 033-40648534
9330971307 / 8348782190
Email : info@behagoverseas.com
petrapole@behagoverseas.com
BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA, RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI, LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৯ ❐ সংখ্যা ৩৬ ❐ ২০ নভেম্বর, ২০২৫ ❐ বৃহস্পতিবার

সেবা নয়, ক্ষমতা আর অর্থই রাজনীতির মূল লক্ষ্য

অনেকদিন আগের পুরনো স্মৃতি ফিরে পেল জেলা উত্তর ২৪ পরগণার বনগাঁবাসী। বুধবার রাতে একসাথে অনেক জনপ্রতিনিধির বাড়িতে চড়াও হল দুষ্কৃতীর দল, চলল ভাঙচুর, গুলি। আতঙ্কিত বনগাঁবাসী! টালমাটাল পরিস্থিতি শুরু হয়েছিল নভেম্বরের শুরুতেই। দলের নির্দেশ ছিল চেয়ারম্যানের উপর। ক্ষমতা ছাড়তে নারাজ হওয়ায় বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করার পরেও দলের সুপ্রিম নির্দেশ না মেনে চেয়ার আঁকড়ে পড়ে আছেন চেয়ারম্যান। এর মধ্যে নিজের দলের নয় জন কাউন্সিলির চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব এনেছে কিন্তু চেয়ারম্যান ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত ছয়জন কাউন্সিলর অনাস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে এবং অনাস্থাতে সম্মতি না দিয়ে সভা ছেড়ে বেরিয়ে যায়। সূত্র মারফৎ খবর— ঘটনার সূত্রপাত সেখান থেকেই। তারপরেই তাণ্ডব, ভাঙচুর! ঘটনার জেরে বনগাঁ ঘুরে গিয়েছেন, রাজ্যসভার সাংসদ মমতাবালা ঠাকুর। তিনি ঘটনার নিন্দা করে প্রশাসনের সঠিক তদন্ত চেয়েছেন। এদিকে বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে চেয়ারম্যান ও তাঁর সহযোগী রাজা হালদারের দুর্নীতির খবর ছড়িয়ে পড়েছে। সব মিলিয়ে বড়ই অস্থির পরিস্থিতি বনগাঁ জুড়ে। এক সময়ে মানুষে রাজনীতি করত মানুষের সেবা করার জন্য। আর আজ ক্ষমতার জন্য, অর্থের জন্য! একথা বারবার প্রমাণিত। এখন দেখার কতদিনে বনগাঁ আবার শান্ত হয়....

বনগাঁয় মুখ্যমন্ত্রী!

প্রথমপাতার পর...

সংঘের সংঘাধি পতি মমতাবালা ঠাকুরও অনশন করেন। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবেদনের পর অবশ্য অনশন প্রত্যাহার করেন মমতাবালা ঠাকুর। এস.আই.আর ইস্যুতে মতুয়াদের নিয়ে বনগাঁ, চাদপাড়া এবং ঠাকুরনগরে এসে মুখ্যমন্ত্রীর র‍্যালি করার কর্মসূচির দিন ঠিক করেছেন আগামী মঙ্গলবার, এমনটাই সূত্রের খবর। মুখ্যমন্ত্রীর এই কর্মসূচি নিয়ে এদিন ঠাকুরনগরে এসে বৈঠক করেন জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। প্রায় আধঘন্টা ধরে তিনি বৈঠক করেন মমতাবালা ঠাকুরের সঙ্গে। এই প্রসঙ্গে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক বলেন, এস আই আর আতংকে মতুয়াদের চোখে জল। তাঁরা বিভ্রান্ত। মতুয়াদের সঙ্গে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কর্মসূচির বিষয়ে কথা হয়েছে।

মৃদঙ্গম-এর নবতম নাট্য প্রযোজনা নীল স্বপ্ন

সংবাদদাতা ঃ ১৬ নভেম্বর গোবরডাঙা চিরন্তন কলা কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল গোবরডাঙা মৃদঙ্গম-এর নবতম নাট্য প্রযোজনা নীল স্বপ্ন। নাট্যকার কুন্তল ঘোষ, সম্পাদনা ও নির্দেশনা বরুণ কর। এই নাটকের বিষয় বস্তু বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে খুবই প্রাসঙ্গিক। মানুষ এই জীবজগতের একটি পশ্চাদপদ প্রজাতি। আর এত লোভী যে, আমরা কখনও আমাদের আনন্দে সুখী হতে পারি না,সর্বদা মনে করি, অন্যরা হয়ত আমার থেকে বেশি আনন্দ পেয়ে যাছে। আমরা সবসময় আমাদের আচার-অনুষ্ঠান,বিশেষ করে বাঙালি নিজেদের সংস্কৃতি ছেড়ে অন্যদের আচার-অনুষ্ঠান গ্রহণ করতে থাকি। এমনকি আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের কালচার ভুলে গিয়ে বিদেশের সংস্কৃতিকে বেশি ভালোবেসে থাকি। এই নাটকে একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের সেইরকম চিত্র তুলে ধরা হয়েছে, যেখানে বড় ছেলে হিমাংশু বিদেশে থাকে। সে একজন বিদেশীনি এলিসকে বিয়ে করেছে এবং বড় ছেলে হিমু তার বোন পুশুকে একটি চিঠি লিখেছে, সে যেন তার মা-কে বিয়ের সবটা বুঝিয়ে বলে। কারন বিদেশিনীকে বিয়ে করার খবর শুনে মার যদি কিছু একটা হয়ে যায় তাই। ছোট ছেলে কুশু ও বাবা শীতেশ ফ্যামিলি ডক্টরের সাথে কথা বলে নেন, যাতে বড় কোন আঘাতের থেকে মা-কে বাঁচানো যায়। কিন্তু মা এই খবর শুনে আনন্দে লাফাতে থাকে। কারন সে এতদিন ধরে এটাই চেয়েছিল যে, তার বড় ছেলে বিদেশিনীকে বিয়ে করে আনবে। আর সমাজে তার স্যাটাস বেড়ে যাবে। কারণ প্রতিবেশী মুখার্জি গিন্নীর ছেলের বউ দুবছর কানাডা ঘুরে এসেছে আর তাতেই নাকি মুখার্জি গিন্নীর পা মাটিতে পড়ছে না। সেই হিংসায় সে চায়, তার বড় ছেলে যেন খোদ বিদেশী বউ নিয়ে আসে। তার মায়ের মনের এমন গোপন ইচ্ছা বাড়ির কেউ জানত না। তাই সবাই চিঠির কথাটা মা কে জানাতে চাইছিল না। কিন্তু মা চিঠিটা নিয়ে নেয় এবং বিদেশী বউ আসা উপলক্ষে বাড়িতে পার্টীর ব্যবস্থা করে। সেটাও পুরোপুরি বিদেশী কায়দায়। সেখানে কোন ভারতীয় কালচার সে রাখবে না। একদিনের মধ্যে মা বাড়ির চাকর হাবু কে নিয়ে বাড়ির সব কিছু পাল্টাতে শুরু করে, সেখানে যেন কোন বাঙ্গালী জিনিসপত্র না থাকে। কিন্তু বিদেশিনী পুত্রবধূর কি মনের ইচ্ছা পুরোপুরি ভারতীয় হওয়া মা এর চরিত্রে অভিনয় করছে সৌমিতা দত্ত বনিক, বাবার চরিত্রে বরুণ কর, ছোট বোন পুশুর চরিত্রে প্রিয়াঙ্কা কুণ্ডু, ছোট ভাইয়ের চরিত্রে গোপাল বিশ্বাস, বড় ছেলে সজল বিশ্বাস, লিজার চরিত্রে বর্ণালি সেন, বদেশিনী বউয়ের চরিত্রে রিতিজা সেন, চাকর হাবুর চরিত্রে সূর্য দাস, ডাক্তারের চরিত্রে শাশ্বত বিশ্বাস, আলো প্রক্ষেপণে রয়েছে আবৃতা কর।

[redacted]

ব্যাক-ওয়াটার রাজ্য কেরালা

[ভ্রমণকাল ১৩/১২/২০১৬ থেকে ২৬/১২/২০১৬]

অজয় মজুমদার

গত সপ্তাহের পর...

এই জঙ্গলে পেরিয়ার নদী ছাড়াও আরেকটি নদী, ২৬ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের একটি কৃত্রিম হ্রদ রয়েছে। মুল্লাপেরিয়ার বাঁধ নির্মাণের ফলে তৈরি এই হ্রদ স্থানটির নিখুঁত সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে।

কথাকলি : সন্ধ্যার সময় টিকিট কেটে আমরা কথাকলি নৃত্য দেখতে গেলাম। কথাকলি হলো ভারতীয় শাস্ত্রীয় নৃত্যের একটি অন্যতম. প্রধান ধারা। এতে এক প্রকার গল্প বলা হয়ে থাকে। সেখানে প্রথাগতভাবে অভিনেতা--নৃত্যশিল্পীরা বিভিন্ন রঙের রূপসজ্জা, পোশাক ও মুখোশ পরেন। এটি ভারতের মালায়ালাম ভাষী দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলের (কেরালা) হিন্দু প্রদর্শন কলা। কথাকলি-র বিষয়বস্তু হল হিন্দু মহাকাব্য ও পুরাণে বর্ণিত পৌরাণিক গল্প, ধর্মীয় কিংবদন্তি ও আধ্যাত্মিক ধারণা। নৃত্যের সঙ্গে গান সংস্কৃত এবং মালায়ালাম ভাষায় গাওয়া হয়ে থাকে। এখানে কথা শব্দের অর্থ কাহিনী ও কলি শব্দের অর্থ অভিনয় বা নাটক। এই নৃত্যের উদ্ভব হয় সপ্তদশ শতকে। কথাকলি নৃত্য এক ধরনের মূক অভিনয়। নৃত্যশিল্পী সকলে গান করেনা ও কথাও বলে না। মঞ্চে গানের সাথে ঘন্টা ও হরতাল সংযোগে কাহিনী বিবৃত করা হয়। নৃত্য শিল্পীরা সংলাপের সঙ্গে নানান অঙ্গভঙ্গি, মুখভঙ্গির দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করে। এই নৃত্যের সাজসজ্জাতে লাল, সবুজ, হলুদ, কমলা, বেগুনি রংয়ের পোশাকের অধিক প্রচলন দেখা যায়।

কথাকলি প্রথম ১৭ শতকে ভারতের কেরালার রাজ্যে হিন্দু-দেবদেবীর গল্প চিত্রিত করার একটি উপায় হিসাবে শুরু হয়েছিল। কেরালার জনপ্রিয় নৃত্য হল কথাকলি। ফিরে এলাম হোটেলে। ফ্রায়েড-রাইস, চিলি চিকেন ছিল আজকের ডিনারে। কথাকলি বিষয়ে সবার সঙ্গে আলোচনা করে ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লাম। আগামীকাল সকালে আবার যেতে হবে অন্য শহরে। ১৯ শে ডিসেম্বর ২০১৬, ভোর ৪-টে আমরা জিপ সাফারিতে গেছিলাম। ভীষণ অসমান ভাঙাচোরা রাস্তা, সেজন্যে খুবই ঝাকুনি এবং ধুলোতে সারা গায়ে আবৃত হয়েছিল। কোন বন্যপ্রাণী দেখতে পেলাম না। তবে অনেক রকমের পাখি এখানে দেখা গেল। পাখির উপরে বিশেষ উৎসাহী হলে অবশ্যই এখানে আসবেন।

পশ্চিমঘাট পর্বতমালার দক্ষিণ অঞ্চলে অবস্থিত পেরিয়ার টাইগার রিজার্ভ। বিরল প্রজাতির উদ্ভিদ এখানে অসংখ্য। রাজ্যের দীর্ঘতম পেরিয়ার নদী ২৪৪ কিলোমিটার দীর্ঘ। এই নদীর উপর অবস্থিত ইদুক্কি বাঁধ রাজ্যের বিদ্যুৎ উৎপাদনের একটি বড় অংশ উৎপন্ন করে। এই কারণে এই নদীটিকে কেরলের জীবনরেখা বলা হয়। পেরিয়ার অভয়ারণ্যটি হাতির পালের জন্য বিখ্যাত। কখনোও কখনোও ৫০ জন সদস্যও হাতির পালে থাকে। এখানকার বিখ্যাত প্রাণী হল নীলগাই (ভারতীয় অ্যান্টিলোপ),

চলবে...

উপন্যাস

বেঙ্গালুরু উবাচ ১

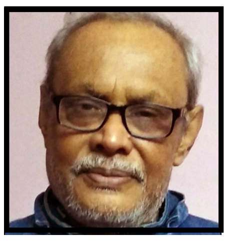

পীযূষ হালদার

গত সপ্তাহের পর...

খুব তিতকুটে। ব্রাশে অল্প একটু মাখিয়ে নিয়ে, এদিক ওদিক করে কয়েকবার দাঁত ঘষে নিলাম। অনেকটা জল নিয়ে বেশ খানিকক্ষণ ধরে কুলকুচি করলাম। মুখের তিতো ভাব খানিকটা কাটলো। রান্নাঘরে গিয়ে মাকে বললাম " চা হয়ে গেলে দিয়ে দাও। তোমাকে আর কষ্ট করে বড় ঘরে যেতে হবে না।"

কথাটা শুনে মা বলল, "কষ্ট করে কী রে! তোর বাবাকে চা দিতে আমাকে যেতেই হবে। তোর বড়দার এখনও ঘুম ভাঙেনি। মেজদা খেলার মাঠে চলে গেছে। ওরা কেউ আর এখন চা খাবে না। একেবারে রুটি হয়ে গেলে চা আর রুটি খাবে।"

আমি বললাম, "তাহলে তো মিটেই গেল। বাবার চা টা আমার হাতে দাও, আমি দুটো চা'ই নিয়ে যাচ্ছি। "বাবা বারান্দায় বসে আছে খবরে কাগজের অপেক্ষায়। আমি চা টা বাবার হাতে দিলাম। বাবা জিজ্ঞাসা করল, তুমি কেন? তোমার মা কী করছেন?

বললাম, "মা চা তৈরি করে দিল। মুখ ধুয়ে রান্নাঘরে গিয়েছিলাম। তাই দুটো চা আনলাম।" বাবা বলল, "তাহলে তুমি চা খেয়ে মাকে ডেকে দেবে। বাজার থেকে কী কী আনতে হবে আমার একটু শোনা দরকার।"

বাবার মুখে এই কথা শুনে আমি বললাম, "আপনি আর এখন বাজারে যাবেন কেন? আজকে বাজারটা আমি না হয় করে আনব।" প্রস্তাবটা শুনে বাবা বলল, "এত তাড়াতাড়ি আমাকে অকেজো করে দেবে। সপ্তাহের ছ'টা দিন আমি পনেরো ষোল ঘণ্টা কাজে ব্যস্ত থাকতাম। কখনও কখনও নাইট শিফটের কাজ দেখার জন্য রাত জাগতে হতো। বাজারটুকু করা ছাড়া তো এখন আমার কোনও কাজ নেই। ও দায়িত্বটা আমার হাত থেকে তুমি নিলে তো আমি অকেজো হয়ে যাব। তোমাকে বাজারে যেতে হবে না। তার থেকে তুমি তারক মুখার্জির সাথে দেখা করে এসো। বন্ধুর সাথেও দেখা হবে, সেই সুযোগে ওনার সঙ্গে কথাটাও সেরে নেবে। "আমি ওনার যুক্তিটা ঠিক মনে করে, 'তাই হবে' বলে বাবার কাছ থেকে চলে এসেছিলাম।

সেদিনই আমি তরুণদের বাড়ি চলে গেলাম। ও সামনের বারান্দায় বসে ছিলো। আমাকে দেখতে পেয়েই বেঞ্চের থেকে উঠে এগিয়ে আসলো। " কী খবর দিলীপ ! মাধবপুর পর্ব শেষ ? এবার কী হবে? প্রথমে দমদম তারপর মাধবপুর, এখন কলকাতার কোন স্কুলে ভর্তি হবি না দার্জিলিং এর কনভেন্টে।

বললাম, "দাঁড়া দাঁড়া, আমি আগে বারান্দায় উঠি; তারপরে তোর সব কথার জবাব দেব। বারান্দায় উঠে ওর পাশে বসলাম। প্রথমেই জিজ্ঞেস করলাম, " তোরা সবাই কেমন আছিস? আমার খবর তো সবই রাখিস দেখছি। বাইরে থাকলেও মনে রেখেছিস, সেটাই ভালো লাগল। একটা কথা বলি, বনগাঁতে এত প্রাচীন এত ভালো একটা উচ্চ বিদ্যালয়ে থাকা সত্ত্বেও এখন আর বাইরে পড়বো কেন! আগে বাড়িতে দুষ্টুমি করার জন্য বাইরে পাঠিয়েছিল। এখন কী আর দুষ্টুমি করার বয়স আছে! এবার হাইস্কুলেই ভর্তি হব। এইসব খবর নিতেই তোর কাছে আসা। "

"বেশ তো, রেজাল্ট বের হোক। তারপরেই স্কুলে গিয়ে খোঁজ খবর নিলেই হবে।" তরুণ একথা বলার পর আমি বললাম, " না না, বাবা বলেছেন আগে তারক স্যারের সঙ্গে একটু কথা বলে রাখতে।"

তরুণের সাথে এসব কথা বলার মধ্যেই তারক স্যার ঘর থেকে বেরিয়ে আসলেন। মনে হল, স্নান করে কাপড় পাল্টিয়ে ভিজে গামছাটা বাইরে নাড়তে বেরিয়েছেন। আমি উঠে দাঁড়িয়ে ওনাকে প্রণাম করতে যেতেই জিজ্ঞাসা করলেন, " তোমার খবর কী! এখন কোন ক্লাসে পড়ো?"

স্কুলে ভর্তি হওয়ার ব্যাপারে কথা বলার সুযোগ পেয়ে গেলাম। বললাম, "স্যার, আমিতো জুনিয়ার হাই স্কুলে পড়তাম, এবার হাই স্কুলে ক্লাস নাইনে ভর্তি হতে হবে। কবে ভর্তি হতে হবে সে কথা শুনে যাওয়ার জন্য এসেছি।"

উনি বললেন , "ঠিক আছে, কবে ভর্তি হবে, স্কুল খুললে আমি তোমাকে জানিয়ে দেব।" এরপর তরুণের সাথে কিছু সময় গল্প করে বাড়ি ফিরে এসেছিলাম।

মাধবপুর থেকে বাড়িতে আসার কিছুদিন পর জীবনের একটা বড় অংশ ধ্বসে গেল। একটা মৃত্যুতে পাহাড়ের মতো হুড়মুড় করে ধ্বসে পড়ল সব। সেই মৃত্যুর সামনে মাথা নত করে বসে থাকা ছাড়া আর কিছুই করার থাকল না। দাদু ঘুমের মধ্যে কার্ডিয়াক অ্যাটাকে চলে গেলেন। এ মৃত্যু, মৃত্যু নয়! " ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।"

উনিশ

সময়টা অবিশ্বাস আর সন্দেহের। সমসাময়িক কোনও ঘটনা, কোনও আবস্থান সম্পর্কে জানতে চাইলে তার পরিপূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায় না। এই সময়েই ভর্তি হওয়া হাই স্কুলে। তারক

চলবে...

শিশু দিবস উপলক্ষ্যে নানান অনুষ্ঠান

শিশু দিবসে আইনি সচেতনতা শিবির চাঁদপাড়া বালিকায়

মহকুমা আইনি পরিষেবা কমিটি
বনগাঁ
National Legal Services Authority
Call: 15100

নীরেশ ভৌমিক ঃ শিশু দিবসে শিশু শিক্ষার্থীদের আইনি বিষয়ে সচেতন করে তুলতে এক সচেতনা শিবিরের আয়োজন করে বনগ্রাম মহকুমা আইনি সহায়তা কমিটি। ১৪ নভেম্বর গাইঘাটা ব্লকের চাঁদপাড়া বালিকা বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় সমবেত নবম ও একাদশ শ্রেনির ছাত্রীদের সামনে বাল্য বিবাহ ও শিশু ও নারী পাচার বিষয়ে আলোচনায় অংশ নেন পি, এল, ডি অজয় মুখার্জী লক্ষ্মীরানী ধর। উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের ভার প্রাপ্ত শিক্ষিকা মুনমুন বিশ্বাস।

আইনি সহায়তা কর্মী শ্রীমতী ধর, অজয় বাবু সমবেত ছাত্রীদের সামনে বাল্য বিবাহের কুফল এবং পাচার বিষয়ে আলোচনা করেন এবং সকলকে এ ব্যাপারে সচেতন এবং সতর্ক থাকায় পরামর্শ দেন। এদিনের সচেতনতা শিবিরের আলোচনাকে ঘিরে উপস্থিত ছাত্রীদের মধ্যে বেশ উৎসাহ ও আগ্রহ চোখে পড়ে।

অন্যদিকে শিশু দিবস উপলক্ষে এদিন বনগাঁ থানার যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাপীঠেও আইনি সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। পিএলভি লক্ষ্মীধর জানান, উক্ত শিবিরে বনগাঁ আদালতের এডিজে-১, তথা মহকুমা আইনি সহায়তা সমিতির চেয়ারম্যান কল্লোল দাস ও মহকুমা আইনি সহায়তা সমিতির সম্পাদক টুটুন নন্দী উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠিত হল নৃত্যনীড় নৃত্য সংস্থার দ্বিতীয় বর্ষ উদ্‌যাপন

সঞ্জিত সাহা ঃ ১৮ নভেম্বর ২০২৫ মছলন্দপুরের পদাতিক মঞ্চে অনুষ্ঠিত হল নৃত্যনীড় নৃত্য সংস্থার দ্বিতীয় বর্ষ বাৎসরিক অনুষ্ঠান। সংস্থাটি গত দু'বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে নৃত্য চর্চা করে চলেছে।

এদিন প্রতিষ্ঠা দিবসের এই অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন গোবরডাঙ্গা নাবিক নাট্যম এর পরিচালক জীবন অধিকারী, বিশিষ্ট সাংবাদিক নীরেশ ভৌমিক, বিশিষ্ট তবলা বাদক শংকর শীল, বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী আলপনা সরকার ও মীনাক্ষী পাঠক প্রমুখরা। অনুষ্ঠানের শুরুতেই বিশিষ্ট অতিথিদের বরণ করে নেন নৃত্যনীড়ের বন্ধুরা। এদিনের অনুষ্ঠানটি সাজানো ছিল আবৃত্তি, সংগীত ও নৃত্য দিয়ে। বেশ কয়েকজন ছোট বন্ধু অনুষ্ঠানে আবৃত্তি পরিবেশন করে। নৃত্যনীড় এর পরিচালিকা সৃজা হাওলাদার সহ তার পরিচালনায় সংস্থার আরো অনেক নৃত্যশিল্পীরা নৃত্য পরিবেশন করেন। এছাড়াও অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশন করেন সঞ্চিতা মুখার্জী সেন এর পরিচালনায় নৃত্যালোক নৃত্য সংস্থার শিল্পীরা। ইমনের পরিচালক ধীরাজ হাওলাদারের নেতৃত্বে ইমন মাইম সেন্টার-এর বন্ধুরা এই অনুষ্ঠানটি সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার জন্য নানাভাবে বিশেষ সহযোগিতা করেন। সমস্ত অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ইমনের বন্ধু জয়ন্ত সাহা।

শিশু দিবসে নানা অনুষ্ঠান গাইঘাটার মধুসূদনকাটিতে

সংবাদদাতা ঃ বিগত বছরের মত এবারও গাইঘাটার মধুসূদনকাটিতে স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পন্ডিত জহরলাল নেহেরুর জন্মদিন শিশু দিবস যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে উদযাপিত হয়। অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষিকা রেবারানী সরকারের ঐকান্তিক প্রয়াসে এবং মধুসূদনকাটি সমবায় সমিতির সহযোগিতায় আয়োজিত অনুষ্ঠানের উদ্বোধনে বিশিষ্টজনদের মধ্যে ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও সমবায় সমিতির সভাপতি বর্ষিয়ান কালিপদ সরকার, সমিতির সম্পাদক দেবাশিস বিশ্বাস, মেদিয়া গার্লস হাইস্কুলের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা স্বপ্না গাঙ্গুলী, অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক স্বপন কুমার বালা, শিক্ষক দুলাল রায়, সংস্কৃতিপ্রেমী প্রবীর হালদার, ধীরাজ রায় প্রমূখ।

অনুষ্ঠানের শুরুতে উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন শিক্ষিকা কল্পনা পাল, স্বাগত ভাষণে সমাজসেবি কালিপদ সরকার দিনটির গুরুত্ব ও তাৎপর্য ব্যক্ত করেন। শিক্ষিকা রেবা দেবী বলেন, আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ। জাতির কল্যাণে শিশুদেরকে ছোটবেলা থেকেই সত্যিকারের মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। প্রধান শিক্ষিকা স্বপ্না দেবী প্রয়াত প্রধান প্রধানমন্ত্রী চাচা নেহেরুর শিশুপ্রীতি তুলে ধরে জাতীয় শিশু দিবসের উপর গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন।

শিশু দিবস
১৪ নভেম্বর ২০২৫
মধুসূদনকাটী সমবায় মঞ্চ
সৌজন্যে ঃ রেবারানী সরকার
সহযোগিতায় ঃ মধুসূদনকাটী সমবায় সমিতি

উদ্বোধন অনুষ্ঠান শেষে সমবেত শিশুরা মনোজ্ঞ সংগীত, নৃত্য ও আবৃত্তি পরিবেশন করে। শিশুরা সমবেত নৃত্যের মধ্য দিয়ে অতিথিবর্গকে বরণ করে নেয়। উদ্যোক্তারা সকল শিশুকে ব্যাজ, বেলুন ও চকোলেট প্রদানে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে। সমবায় মঞ্চে সংগীত, নৃত্য, আবৃত্তি শেষে পরিবেশিত হয় যোগাসন প্রদর্শনী ও নাটক 'স্পোর্টস ম্যান'। বিশিষ্ট শিক্ষক অর্ঘ্য সাহা, কল্পনা পালের সুচারু পরিচালনায় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত সমগ্র অনুষ্ঠান বেশ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

ঠাকুরনগর প্রতিধ্বনির প্রতিষ্ঠা দিবসে নানা অনুষ্ঠান

সংবাদদাতা ঃ গত ১৪ নভেম্বর নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালিত হল ঠাকুরনগরের অন্যতম প্রতিধ্বনি সাংস্কৃতিক সংস্থার ৩১তম বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবস। স্থানীয় বিনয় সদন অঙ্গনে আয়োজিত অনুষ্ঠানের শুরুতেই সংস্থার প্রতিষ্ঠাকালের সদস্য বিশিষ্ট শিক্ষক সুশান্ত বিশ্বাস ও গৌরাঙ্গ মণ্ডল সংস্থার প্রতিষ্ঠা লগ্নের ইতিবৃত্ত এবং সেই সঙ্গে সুস্থ্য সংস্কৃতির চর্চা ও প্রসারে প্রতিধ্বনির ভূমিকা উপস্থিত সকলের সামনে তুলে ধরেন। প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সংস্থার সদস্যগণ পরিবেশিত যোগাসন প্রদর্শনী, কবিতা আবৃত্তি এবং সেই সঙ্গে কচি-কাঁচাদের মনোজ্ঞ সংগীত ও নৃত্যের অনুষ্ঠান সমবেত দর্শক ও শ্রোতা মণ্ডলীকে মুগ্ধ করে। প্রশিক্ষক পাপ্পু দাসের একক নৃত্য এবং নৃত্য শিক্ষিকা মাম্পি দাস- এর নির্দেশনায় ছোটদের সমবেত নৃত্য সুখের সানাই উপস্থিত সকলের প্রশংসা লাভ করে। সবশেষে কেক কেটে এবং মিষ্টি মুখের মাধ্যমে উদযাপিত প্রতিধ্বনির প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠান বেশ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

DATE - 14/11/2025
TIME - 5:00 PM
VENUE - KABI BINOY SADAN

রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার শিশু দিবস অনুষ্ঠিত

সংবাদদাতা ঃ ১৬ নভেম্বর রবিবার রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার নিজস্ব কক্ষে অনুষ্ঠিত হলো শিশু দিবস। উৎসবে উপস্থিত ছিলেন অলকানন্দ বসু, পাঁচু গোপাল হাজরা, নীরেশ ভৌমিক প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। পন্ডিত নেহেরুর গলায় মালা দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। অনুষ্ঠানে খেয়াল মিউজিক একাডেমির শিশু শিল্পীরা, রূপসা বিশ্বাস, প্রীতি দফাদার, স্নীতিকা দাস রায়, উজ্জয়িনী সাহা, অর্ঘ্য দাস, সৃজিতা সমাদ্দার, নীলাদ্রি ব্যানার্জি, সংগীত পরিবেশন করে, সংগীত পরিচালনা করেন শিল্পী সেন। নৃত্য পরিবেশন করে অঞ্জলী মৃধা, দেবযানী মিস্ত্রি, দিয়া মিস্ত্রি, শ্রেয়সী মৃধা, পূজা দাস। নৃত্য পরিচালনা করেন ঋতুপর্ণা মুখার্জি। বক্তব্য রাখেন অলকানন্দ বসু, নীরেশ ভৌমিক, বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য। পরিবেশের সাথে নাটক "সওদাগরের ঘোড়া" রচনা পার্থপ্রতিম সিংহ, নির্দেশনা বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য, আলো গৌতম সরকার, আবহাওয়া ঋতুপর্ণা মুখার্জি। নাটকটি উপস্থিত দর্শকদের খুবই আনন্দ দিয়েছে। নাটকটিতে অভিনয় করেছে আলোকবর্তিকা ভট্টাচার্য, সাগ্নিক বিশ্বাস, পবিত্র সরকার, সৃজিতা রক্ষিত, দিয়া দাস, শ্রাবন্তিকা বিশ্বাস। পরিচালক বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য বলেন "ছোটদেরকে মোবাইল আসক্তি থেকে দূরে রেখে সাংস্কৃতিক অঙ্গনে ফিরিয়ে দেওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য।" সমগ্র অনুষ্ঠানটি সংযোজনা করেন করেন প্রদীপ ভট্টাচার্য।

১৬ ই নভেম্বর ২০২৫, বিকা
: রবীন্দ্র নাট্য ভবন,

দীর্ঘ ১৯ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন
সবিতা অ্যাড এজেন্সি
বিজ্ঞাপনী অডিও প্রচারের জন্য যোগাযোগ করুন...
M. 9474743020

গোপালপন্থীদের বাড়িতে হামলার অভিযোগ

প্রথমপাতার পর...

সর্বক্ষণের সঙ্গী ছিলেন অর্ঘ্য হালদার ওরফে রাজা। গোপাল ছুটি নেওয়ার পর থেকে হুমকির জেরে রাজাও বাড়ি ছাড়া। বাড়িতে তার স্ত্রী পিয়ালি হালদার বাচ্চাদের নিয়ে ছিলেন। দুষ্কৃতীরা রাজার বাড়িতেও ব্যাপক ভাংচুর চালায় বলেও অভিযোগ। বাড়ির কাচ, এ সি মেশিন ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে দুষ্কৃতীরা। একরাশ আতঙ্ক নিয়ে এদিন সকাল হতেই বাচ্চাদের বাপের বাড়িতে রাখতে বাধ্য হয়েছেন, পাছে ফের হামলার ঘটনা ঘটে।

১৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার শর্মিলা দাস বৈরাগীর বাড়িতে গভীর রাতে হামলা চালায় দুষ্কৃতীরা। বাড়ি লক্ষ্য করে দুষ্কৃতীরা গুলিও চালিয়েছে বলেই অভিযোগ শর্মিলার। গুলি লাগে বাড়ির দরজায়।বাইরে দুষ্কৃতীদের তাণ্ডব চলাকালীন আতঙ্ক আর উদ্বিগ্নতা নিয়ে পরিবার নিয়ে ঘরেই ছিল শর্মিলা। ১১ এবং ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শম্পা মোহান্ত এবং শর্মিলা দাসের বাড়িতে গুলি চালানো হয়েছে বলেই অভিযোগ করেছেন তারা। পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তারা।

এদিন বেলা সাড়ে এগারোটায় ৬ কাউন্সিলর সহ তৃণমূল কর্মীরা দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে বনগাঁ থানার সামনে অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করেন। সেখানে হাজির হন বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার তৃণমূলের চেয়ারপার্সন মমতাবালা ঠাকুর। পরে তিনি পুলিশের সঙ্গেও দেখা করেন। পুলিশের আশ্বাসের পর বেলা আড়াইটায় অবস্থান বিক্ষোভ তুলে নেওয়া হয়।

এই প্রসঙ্গে চেয়ারম্যানের ছায়াসঙ্গী রাজার স্ত্রী পিয়ালি হালদার বলেন, গোপাল শেঠকে বনগাঁর অনেক মানুষ ভালোবাসেন। আমরাও তাকে ভালবাসি। তাহলে আমরা সবাই পরিবার নিয়ে বনগাঁয় বাঁচতে পারব না। এদিন সকালেই বাচ্চাদের বাপের বাড়িতে রেখে আসতে বাধ্য হয়েছি। ২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শিখা ঘোষ বলেন, আমি অনাস্থার বিপক্ষে। বৈঠকেও এর প্রতিবাদ করেছিলাম। সেকারণে রাতে আমার বাড়িতে হামলা চালিয়েছে দুষ্কৃতীরা। গুলিও চালিয়েছে। ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শর্মিলা দাস বৈরাগী বলেন, বনগাঁয় হার্মাদদের যুগ ফের শুরু হয়েছে। বুধবার রাতের ঘটনাই প্রমাণ। অনাস্থার বিপক্ষের ৬ মহিলা কাউন্সিলরের বাড়িতেই হামলা চলেছে। কারা করেছে, সেটা বনগাঁর মানুষের কাছে পরিষ্কার। ১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর দিপালী বিশ্বাস বলেন, জনপ্রতিনিধিরাই যেখানে সুরক্ষিত নয়, সেই বনগাঁ শহরের মানুষকে আমরা কিভাবে নিরাপত্তা দেব ৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বন্দনা দাস কীর্তনিয়া বলেন, আমরা গোপাল শেঠের পক্ষে আছি। যদি কেউ ভাবে, বনগাঁয় সন্ত্রাস করে অনাস্থা আবেদনে সই করাবে, সেটা হবে না।

এই প্রসঙ্গে মমতাবালা ঠাকুর বলেন,বুধবারের রাতের সন্ত্রাস পুরোটাই পুরসভা সংক্রান্ত। চেয়ারম্যানের বিপক্ষে অবস্থার জন্য ৬ কাউন্সিলরকে চাপ দেওয়া হয়েছিল বৈঠকে। তাঁরা প্রতিবাদ করায় হামলা চালিয়েছে দুষ্কৃতীরা। হামলায় বহিরাগতরাও ছিল। শান্ত বনগাঁকে অশান্ত করার চেষ্টা হচ্ছে। অনাস্থা বৈঠক সম্পর্কে আমাকে কিছু বলা হয় নি। বনগাঁয় পুলিশের ভূমিকা বলতে কিছু নেই। এই প্রসঙ্গে বনগাঁ পুলিশ সুপার দীনেশ কুমার বলেন, বনগাঁর ঘটনার সঙ্গে যুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ।

শিশু দিবস উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হলো চিলড্রেন্স কাপ- ২০২৫

ছেকাটি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়
গাইঘাটা পূর্ব চক্র

সংবাদদাতা ঃ ছেকাটি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিচালনায় প্রতিবছরের মত এবারও শিশু দিবস উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হলো চিলড্রেন্স কাপ ২০২৫। প্রথমে পন্ডিত জওহরলাল নেহেরুর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানানো হয়। এরপর প্রতিযোগী এবং অন্যান্য ছাত্রছাত্রী-শিক্ষক শিক্ষিকারা মাঠ প্রদক্ষিণ করেন। কিক অফ করে খেলার শুভ সূচনা করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা ইলা রানী মন্ডল। এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিল গাইঘাটা পূর্ব চক্রের ৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয়-আনন্দ পাড়া এফ.পি, সন্তোষ স্মৃতি এফ.পি., চাঁদপাড়া জুনিয়র বেসিক, পূর্ব বারাসাত এফ.পি., হাসিরাশি কবি স্মৃতি এফ.পি., ডুমা সরুইপুর এফ.পি., ফুলসরা এফ. পি. এবং ছেকাটি এফ.পি.স্কুল।অংশগ্রহণকারী বিদ্যালয়গুলির শিক্ষক প্রতিনিধি এবং আয়োজকদের কথায়— এবারের টুর্নামেন্ট বিগত বছরগুলিকে ছাপিয়ে গেছে গুণমানে এবং প্রতিযোগিতাপূর্ণ সৃজনশীল ফুটবল নৈপুণ্যে। অংশগ্রহণকারী প্রতিটি দলই নাছোড় মনোভাব নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ খেলা উপহার দিয়েছে। কোন ম্যাচই একপেশে হয়ে যায়নি। কয়েকটি ম্যাচ টাই ব্রেকার পর্যন্ত গড়ায়।

সেমিফাইনালে হাসি রাশি কবি স্মৃতি এফ.পি আনন্দ পাড়া এফ.পিকে টাইব্রেকারে হারিয়ে ফাইনালে ওঠে এবং ছেকাটি এফপি ২-০ গোলে চাঁদপাড়া জুনিয়র বেসিককে হারিয়ে ফাইনালে ওঠে। ফাইনাল ম্যাচটিও হয় তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা পূর্ণ এবং আকর্ষণীয়। ছেকাটি এফ.পি. মুহুর্মুহু আক্রমণ শানালেও হাসিরাশির ডিফেন্ডার শুভ সর্দারের দুর্দমনীয় অসাধারণ ডিফেন্স নৈপুণ্যের কাছে আটকে যায় বারবার। অবশেষে টাই ব্রেকারে ৩-২ ফলাফলে হাসিরাশি কবি স্মৃতি এফ.পি. জয় লাভ করে। ফাইনাল সহ নক আউটের প্রতিটি ম্যাচের সেরাকে 'হিরো অফ দ্যা ম্যাচ' পুরস্কার দেওয়া হয়।

এছাড়া সমগ্র টুর্নামেন্টে অসাধারণ ডিফেন্সিভ শৈলী প্রদর্শন করে দলকে চ্যাম্পিয়ন করার সুবাদে হাসিরাশি কবি স্মৃতির শুভ সর্দার 'হিরো অফ দ্যা টুর্নামেন্ট' পুরস্কার পায়। টুর্নামেন্টের সর্বাধিক গোলদাতা হিসেবে 'গোল্ডেন বুট অফ দ্যা টুর্নামেন্ট' পুরস্কার পায় ছেকাটি এফ.পির দিব্যজ্যোতি দাস। সেরা গোলরক্ষক হিসাবে 'গোল্ডেন গ্লোভ অফ দ্যা টুর্নামেন্ট' পুরস্কার পায় ছেকাটি এফ.পির জীবনদীপ বিশ্বাস। চ্যাম্পিয়ন রানার্স ট্রফি ছাড়াও প্রতিটি অংশগ্রহণকারী বিদ্যালয়কে সুদৃশ্য স্মারক ট্রফি তুলে দেওয়া হয়।ফুটবলের প্রসার এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে গড়ে তোলার প্রয়াসে এই টুর্নামেন্ট আগামীতে একইভাবে জারি থাকবে বলে আয়োজক ছেকাটি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তরফ থেকে জানানো হয়।

বনগাঁ শক্তিগড় দোলের মাঠ প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হলো মহিলা পরিচালিত নাম যজ্ঞ অনুষ্ঠান। সেবাইত এবং পুরোহিত হিসেবে ছিলেন চাঁদাবাজারের নিবাসী মঙ্গল ভৌমিক ওরফে মধু মঙ্গল গোসাই। ছবি ও তথ্য ঃ সায়ন ঘোষ

MOBILE KING
All Type of Mobile SALES // SERVICE // ACCESSORIES
M- 8944800404 // 7319471611
SAMSUNG
mi
realme
oppo
vivo
ONEPLUS
কোর্ট রোড, বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগণা
মোবাইল কিং

সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত গোবরডাঙা আত্মজনের তৃতীয় বার্ষিক নাট্যোৎসব

সংবাদদাতা ঃ ১৫ নভেম্বর সন্ধ্যায় গোবরডাঙা টাউনহলে মঙ্গলদীপ প্রজ্জ্বোলন করে তৃতীয় বার্ষিক আত্মজন নাট্যোৎসবের উদ্বোধন করেন গোবরডাঙার সাংস্কৃতিপ্রেমী পৌরপ্রধান শংকর দত্ত, ছিলেন সংস্কার ভারতীর জেলা সম্পাদিকা সুপ্রীতি নাথ, বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব আশিষ দাস, নাট্যাভিনেত্রী মৌসুমী রায় ও পশ্চিমবঙ্গের নাট্য আকাডেমীর অন্যতম সদস্যা অজিতবাবু। উদ্যোক্তারা সকল বিশিষ্টজনদের পুষ্পস্তবক, উত্তরীয় ও স্মারক উপহারে বরণ করে নেন। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাঁদের বক্তব্যে নাট্যচর্চা ও প্রসারে গোবরডাঙা আত্মজন এর উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান। এদিন আত্মজনের পক্ষ থেকে অসীমা চক্রবর্তী স্মৃতি আত্মজন সম্মান প্রদান করা হয় স্বনামধন্যা নাট্যাভিনেত্রী মৌসুমী রায়কে (মিঠু)। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে 'আত্মজন আত্মকথা' শীর্ষক স্মরণিকার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন পৌরপ্রধান শংকর দত্ত। নাট্যোৎসবের উদ্বোধনী দিনে প্রথম নাটক মঞ্চস্থ করে বাটানগর এর ঋক্ নাট্য সংস্থা। চন্দন এর নির্দেশনায় শ্যামল চন্দ্রের সমকালীন নাটকটির কুশীলবদের দুরন্ত অভিনয় দর্শক সাধারনের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করে। দ্বিতীয় নাটক মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জ থিয়েটার গ্রুপ আয়োজিত সামাজিক নাটক 'ঘরে ফেরা'। এদিনের শেষ নাটক গোবরডাঙা আকাঙ্খা প্রযোজিত প্রতাপ সেন রচিত ও নির্দেশিত সকলের ভালো লাগার নাটক স্পোর্টস ম্যান। দ্বিতীয় দিন শুরুতেই পরিবেশিত হয় পড়ুয়া চক্রবাক নাট্যপীঠ প্রযোজিত সকলের ভালো লাগার নাটক 'ইতি অনির্বান।' দ্বিতীয় নাটক সোদপুর অন্তরদীপন সোসাইটির মঞ্চ সফল 'পান্থ পাখি।' তৃতীয় নাটক কলকাতা ট্যুইস্ট প্রযোজিত মনোজ মিত্র রচিত নাটক চোখে আঙুল দাদা। উৎসবের শেষ নাটক আয়োজক সংস্থা আত্মজ পরিবেশিত মজার নাটক মহাবিদ্যা দর্শক সাধারনের প্রশংসা লাভ করে। দর্শক সাধারনের অপ্রতুলতা থাকলেও নাট্যোৎসবের প্রতিটি নাটক সমবেত দর্শকদের মনোরঞ্জন করে। সব কিছু মিলিয়ে বাবুপাড়া আত্মজ আয়োজিত আত্মজন নাট্যোৎসব-২০২৫ সার্থকতা লাভ করে।

ইফকোর কৃষক সভা

সংবাদদাতা ঃ উত্তর ২৪ পরগনা জেলার হাড়োয়া ব্লকের গোপালপুর গ্রামে গত ১৮ নভেম্বর এক কৃষক সভা অনুষ্ঠিত হয়। ইন্ডিয়ান ফার্মার্স ফার্টিলাইজার কো-অপারেটিভ সোসাইটির উদ্যোগে ও ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত শিবিরে এলেকার ৪৫ জন কৃষিজীবী মানুষ উপস্থিত ছিলেন। সভায় ইফকোর জেলার ফিল্ড ম্যানেজার মিঃ রীতেশ ঝা সমবেত কৃষকদের সামনে ইফকোর যুগান্তকারী আবিষ্কার ন্যানো ইউরিয়া ও ন্যানো ডিএপি (তরল) সারের গুনাগুন এবং জমি ও ফসলে ন্যানো তরল সারের ব্যবহার ও প্রয়োজন পদ্ধতি কৃষকদের সামনে তুলে ধরেন। সেই সঙ্গে বিভিন্ন বীজ সংরক্ষণ পরিচর্যা ও শোধনের বিষয়টিও বিশদে তুলে ধরেন।

শুভ বিজয়ার আন্তরিক অভিবাদন ও শুভকামনা জানুন
মানকঃ পথপ্রদর্শকঃ
নিউ পি.সি. জুয়েলার্স
বিশেষ দ্রষ্টব্য:
হলমার্ক ছাড়া সোনার গহনা কম্পিউটার দ্বারা টেস্টিং করে নেওয়া হয়।
পুরোনো সোনা ও রুপো খরিদ করা হয়।
সোনা, রুপা, ডায়মন্ড এর গহনা ও গ্রহরত্ন হোলসেল করা হয়।
আমাদের ISI TESTING CARD-এর মাধ্যমে গ্রহরত্ন কিনলে যা ব্যবহার করার পরেও ফেরত মূল্য পাওয়া যায়।
সোনার দাম পেপার দরে
ফরেক্স সুবিধা উপলব্ধ (RBI অনুমোদিত)
আমাদের বিশ্বব্যাপী বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় সুবিধা রয়েছে।
আমাদের এখান থেকে ফরেক্স-এর লাইসেন্স করে দেবার সু-ব্যবস্থা আছে।
জ্যোতিষি প্রতিদিন চেম্বারে বসছেন
বিশিষ্ট জ্যোতিষের কাছে বিনামূল্যে পরামর্শ নিন শুধুমাত্র বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার কলকাতাতে এবং শনিবার বনগাঁতে।
ফরেক্স-এর কাজ জানা (৫-১০ বছরের অভিজ্ঞতা) সেলম্যান ও অফিস স্টাফ চাই
আমাদের এখানে ট্রাভেলার কার্ড ও সমস্ত বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের কাজ করা হয়। সকল ইন্টারন্যাশনাল ট্রাভেলার যারা মুদ্রা বিনিময় করতে চান, নীচে দেওয়া নম্বরে যোগাযোগ করুন
সোনা, রুপা, হীরা এবং আসল পাথর কিনলে পাওয়া যাবে ধামাকা ছাড় এবং আকর্ষণীয় উপহার
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স
১০৭, ওল্ড চায়না বাজার স্ট্রিট, বড়বাজার, রাম রহিম মার্কেট
৩য় তলা, রুম নম্বর ৩০৪, কলকাতা ৭০০ ০০১
আমাদের শোরুম প্রতিদিন খোলা
ডায়মন্ড জুয়েলারীতে স্পেশাল ধামাকা Offer
শিয়ালদহ বা হাওড়া স্টেশন থেকে বাসে বা অটোতে ত্রিপলপট্টি (ব্র্যাবন রোড) নেমে রাস্তা পার করে কাচের বিল্ডিং (পাশে ভিখারাম চাঁদ মল)

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বাটার মোড়, বনগাঁ (বনশ্রী সিনেমা হলের সামনে)
নিউ পি.সি. জুয়েলার্স বিউটি মতিগঞ্জ, হাটখোলা, বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগণা
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ বাটার মোড়, বনগাঁ (কুমুদিনী স্কুলের বিপরীতে), দোতলায়
নিউ পি. সি. অপটিক্যাল বাটার মোড়, বনগাঁ (কুমুদিনী স্কুলের বিপরীতে)
বনগাঁ স্টেশন থেকে টোটোতে বাটার মোড়
☎ 80177 18950 | 98003 94460 | 82503 37934
✉ npcjewellers@gmail.com www.npcjewellers.com
কর্মসংস্থানের সুযোগ
আমাদের শোরুমের জন্য গানম্যান প্রয়োজন।
আমাদের শোরুমের জন্য সুদক্ষ কারিগর প্রয়োজন। ESI, PF আছে।
অভিজ্ঞ জ্যোতিষীদের জন্য চেম্বার প্রস্তুত অতিসত্বর যোগাযোগ করুন।
আমাদের নিউ পি.সি. অপটিক্যালে ১-২ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সেলসম্যান চাই।
নিউ পি.সি. জুয়েলার্সে ২-৩ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সোনা, রূপো ও হিরে ও গ্রহরত্নের সেলসম্যান চাই। ESI, PF আছে।
জুয়েলারী শোরুমের কাজেকর্মে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কম্পিউটার ও বারকোডের কাজ জানা স্টাফ চাই।
CCTV ক্যামেরা, ফেন ও কম্পিউটার সংক্রান্ত বিষয়ে জানা অভিজ্ঞ টেকনিশিয়ান স্টাফ প্রয়োজন।
প্রতি কেনাকাটায় 20% - 30% ছাড়
সকলকে জানাই সাদর আমন্ত্রণ
নিউ পি.সি. অপটিক্যাল
বাটার মোড়, বনগাঁ (কুমুদিনী বিদ্যালয়ের বিপরীতে)
ডাক্তারদের অনুরোধ
আমাদের নিউ পি.সি. অপটিক্যালের নতুন ব্রাঞ্চ-এ চক্ষু বিশেষজ্ঞদের জন্য চেম্বর করার সুব্যবস্থা রয়েছে। বনগাঁয় একটি নতুন চক্ষু হাসপাতাল হতে চলেছে।

DENTIST বা দাঁতের ডাক্তার প্রয়োজন
আমাদের New PC Optical- এর আধুনিক এবং উন্নতমানের Dental Set up তৈরি হচ্ছে, তাই অভিজ্ঞ BDS /Dental Surgeon প্রয়োজন, যিনি নিয়মিত বা পার্ট টাইম চেম্বার করতে ইচ্ছুক তারাই যোগাযোগ করবেন।

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and
Printed at KUMAR PRESS at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 ☎ - **9232633899 / 9134228513 / 9647791986 / 8972800084**
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in Sub- Editor- **Haridas Golder** Editor- **Utpal Mallick**